80/ আজকের কাগজ
তারিখ 03 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭
৯৫/
126

রক্তের মূল্যে শিক্ষা !

ছোট্ট একটি ঘটনা। ডেটলাইন-রংপুরের ডেদেরগঞ্জ। এখানে গোপালপুর নামের এক প্রত্যন্ত গ্রামে আছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি বেশ পুরনো; এর সরকারিকরণই হয়েছে প্রায় দু' যুগ আগে কিন্তু বাংলাদেশের আরও বেশী কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতই এটিও কালের গ্রাসে গেছে ভেঙেচুরে। দীর্ঘদিন থেকেই টিনসেডের কাঁচা ঘরটি ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে ফলে বিদ্যালয়ের তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার পরিবেশ পাচ্ছে না। বহু অনুরোধ-উপরোধ হয়েছে কিন্তু সরকার বা প্রশাসনের টনক নড়েনি।

এই যখন অবস্থা তখন গত শুক্রবার ঐ গ্রামের কয়েশ' যুবক এক সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা নিজেদের শরীর থেকে এক পাউন্ড করে রক্ত বিক্রি করে যোগাড় করবে বিদ্যালয়ের মেরামতের ও আসবাবপত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা। এ ব্যাপারে তারা রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ও সন্ধানীকেও তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

যুবকদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি মহৎ কিন্তু একই সঙ্গে করুণও নয়কি? দেশের স্বাধীনতার বাইশ বর্ষপূর্তি হতে চলেছে যখন, তখনও এ দেশের মানুষকে আপন উদ্যোগ আর রক্ত মূল্য দিয়েই কেন মেটাতে হচ্ছে মৌলিক চাহিদাগুলো? শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা ছাড়া আমাদের মত পশ্চাৎপদ একটা জাতি যে বড় হতে পারে না তা যদি গ্রামের ঐ যুবকরা বুঝে থাকতে পারে, তবে দেশ নেতা আর জনগণের টাকায় উচ্চ শিক্ষিত নীতি-নির্ধারক ও আমলারা কেন বুঝছেন না?

আসলে তাঁরা বুঝছেন ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানপাপ 'আমাদের সমাজ রাজনীতি-অর্থনীতিকে গোটাগুটিই গ্রাস করেছে, সরকার ও প্রশাসন আর কতদিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন/আর দূরবর্তী থাকবেন! যদি তাঁদের এবং দেশের উচ্চবিত্ত সচেতন জনগোষ্ঠির ন্যূনতম বিবেক ও লজ্জাবোধের উদ্রেক হয়ে থাকে তাহলে তাঁরাও ঐ গোপালপুর গ্রামের যুবকদের সঙ্গে সামিল হয়ে সারাদেশের শিক্ষার দৈন্যদশা ঘোচাতে এগিয়ে আসবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।